ফসলি জমিতে পুকুর খনন চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতেও পুকুর খননের হিড়িক পড়ায় ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রদান দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের পাশাপাশি ফলজ উৎপাদনে নির্ভরশীল।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি ও সবজি চাষ নির্ভর একটি জেলা। চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদিত খাদ্য ও সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দীর্ঘ বছর ধরে জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি, ভুট্টা, মালটা, পেয়ারা, ড্রাগন সহ বিভিন্ন ধরনের চাষ।

তবে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় মানুষের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে পুকুর খননে। ফলে পাল্লা দিয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রতিটি গ্রামেই আবাদি জমি, বসতবাড়ির পাশে পুকুর খনন চলছে। পাঙ্গাশ, মনোসেক্স, রুই, কাতলা ও সিলভারকার্প জাতীয় মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন অনেক কৃষক। ফলে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবাধে চলছে পুকুর খননের কাজ। বিশেষ করে এলাকায় যারা অনেক জমির মালিক কিংবা বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী তারাই পুকুর খননের কাজ করছেন। যত্রতত্র পুকুর খননের কারণে কোনো কোনো এলাকায় জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জমি হচ্ছে সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের চাষের জন্য উপযোগি। এ জমি নষ্ট করে এক শ্রেণীর মাটি খাদক চক্র চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে। এ কারণে এলাকার চাষ যোগ্য জমি হারাতে বসেছে।

সরজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখা গেছে, আবাদি জমির অধিকাংশ এখন মাটি খাদকদের দখলে। এ মাটি খাদকেরা চাষের জমি খনন করে পুকুর করছে। এদের মধ্যে একজন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ ইউনিয়ন ও বেগমপুর ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট নুরুল্লাপুর ব্রীজের

হয়নি। আর ট্রাক্টরে মাটি নেওয়ার সময় কিছু মাটি রাস্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যায়। সেই মাটি বৃষ্টির পানিতে কাঁদায় পরিণত হয়েছে। যার কারণে রাস্তায় কাঁদা হয়েছে। তবে আমি পুকুর কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন শুধুমাত্র পুকুরের চারপাশ বাঁধা হলেই হয়ে যাবে।

দর্শনায় বেগমপুরের রাঙ্গিয়ারপোতায় পুকুর খননে হুমকীর মুখে ঘর-বাড়ি

ভয়ংকর হুমকির মুখে চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মাঝপাড়ার বাসিন্দারা। ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের একটি পুকুর খননের কারণে ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা।

যে কারণে আতঙ্কিত গ্রস্থ হয়ে রয়েছে পুকুরের চারি পাশে বসতবাড়ির বসবাসকারীরা। তবে চেয়ারম্যানের সকল অন্যায়কে ভয়ে মুখ বুঝে নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বিষয়টি প্রশাসনিক ভাবে ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সহ সচেতন মহল।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মাঝপাড়ার আব্দুল কাদেরের ছেলে দর্শনা থানা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও বেগমপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী বিশ্বাস নিজ বসত বাড়ির সন্নিকটে স্কেভেটর ভিড়িয়ে একটি পুকুর খনন করছে। সে পুকুরের মাটি ট্রাক্টর যোগে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। এ পুরেরর মাটি বিক্রির কারণে অতি গভীর করে খনন করা হচ্ছে পুকুর। যে কারণে আশপাশের বাড়ি-ঘর পড়েছে হুমকীর মুখে। সেই সাথে চরম নিরাপত্তা হীনতা সহ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বসবাসরত বাড়ির মানুষ জন।

এদিকে নামপ্রকাশ না করার সর্তে পুকুরের পাশে বসবাসরত একজন বলেন, চেয়ারম্যানের পুকুরের পাশে আমার বাড়ি। তাছাড়া পুকুরের চারিপাশে

একাধিক ব্যাক্তির ইটের ও টিনের ঘর-বাড়ি রয়েছে। এখানে বসবাসরত ঘর-বাড়ির মাঝখানে এত গভীর করে একটি পুকুর খননের কারণে আমি সহ আশপাশের বাড়ির লোকজন হুমকীর মুখে রয়েছি। সেই সাথে স্ত্রী-সন্তান সহ পরিবারের সকলে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। রাতে ঘুমালে মনে হয় কখন যেন ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে পুকুরগর্ভে তলিয়ে যায় এবং প্রাণহানী ঘটে। তবে চেয়ারম্যান প্রভাবশালী হওয়ায় এতবড় অপরাধের প্রতিবাদ করার কেউ সাহস পাচ্ছেনা। তাই বিষয়টি প্রশাসনিক ভাবে ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সহ সচেতন মহল।

এ বিষয়ে আহম্মদ আলী বিশ্বাস বলেন, এ পুকুর খননের অনুমতি নেওয়া আছে ডিসি স্যারের।

বেগমপুর ইউনিয়ন (ভুমি) অফিসের সহকারী কর্মকর্তা সেলিম বলেন, পুকুর খননের বিষয়টি আমাদের জানা নেই। তবে অনুমতির বিষয়ে চেয়ারম্যান আহম্মদ আলীর ছেলে কয়েকদিন আগে কোন কাগজ এসেছে কিনা খোঁজ নিতে এসেছিল আমার কাছে। তবে কোন অনুমতি আছে কিনা আমার জানা নেই।